গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

(প্রজ্ঞাপন)

০৬/০৪/১৪১০ বাংলা
নথি নং-১৪১/২০০৩/শুল্ক তারিখ ঃ ---------- ।
২১/০৭/২০০৩ খৃষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানী-প্রাপ্যতা নির্ধারণ।

The Customs Act. 1969 এর section 13 এর sub-section (2)-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানী-প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য, নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা ঃ

০১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তণ ঃ

(ক) এই আদেশ, শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানী-প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে ।
(খ) এই আদেশ ২১-০৭-২০০৩ খৃঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে ।

০২। বন্ড লাইসেন্স প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ ঃ

মেশিনের ক্যাটালগে বর্ণিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সরেজমিনে জরিপকৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করিতে হইবে। সহকারী কমিশনার-এর নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা জরিপ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একই make & model এর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়কল্পে বৎসরে ৩০০ (তিনশত) কার্যদিবস এবং প্রতি কার্যদিবসে ২০ (কুড়ি) কর্ম ঘন্টা বিবেচ্য হইবে। তবে, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) শিফ্‌টে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইলে এবং উক্তরূপ ঘোষণার সমর্থনে প্রামাণ্য দলিলাদি কমিশনার (বন্ড) এর নিকট দাখিল করা হইলে তাহা পর্যালোচনা ও পরীক্ষায় পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশনার (বন্ড) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি কার্যদিবসে ২৪ কর্ম ঘন্টা বিবেচনা করিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিদর্শন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম ২৪ ঘন্টা পরিচালনার ঘোষণা যথাযথ নয় মর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপে নিরূপিত হইবে ঃ

বার্সিক উৎপাদন ক্ষমতা = বার্ষিক মোট কার্যদিবস (৩০০) × কার্যদিবস প্রতি ঘন্টা (২০ অথবা ক্ষেত্রমতে ২৪) × উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা × প্রতিঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা ।

০৩। নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ ও পরবর্তী বৎসর সমূহে বৃদ্ধিকরণ ঃ

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের সময় অনুচ্ছেদ ০২ অনুযায়ী নিরূপিত উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগ কাঁচামালের সমপরিমাণে বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ (Fixntion) করিতে হইবে ।

(খ) আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য-

(i) আমদানি-প্রাপ্যতা হিসাব করণ (Calculation) ঃ

উপ-অনুচ্ছেদ ০৩ (ক)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদ শেষে আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহিত পূববর্তী বৎসরের পন্য রপ্তানিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণ কাঁচামাল পূর্ববর্তী বৎসরের আমদনি-প্রাপ্যতার সাথে যোগ করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রতি নতুন (বার্ষিক) মেয়াদে আমদনি-প্রাপ্যতা হিসাব করিতে হইবে ।

(ii) আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ (Fixation) ঃ

উপ-অনুচ্ছেদ ০৩ (খ) (i) অনুযায়ী হিসাবকৃত (Calculated) আমদনি-প্রাপ্যতা হইতে অব্যহতি পূর্ববর্তী মেয়াদের কাঁচামাল মজুদের সমাপনী জের বাদ দেওয়ার পর নতুন আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ (Fixation) করিতে হইবে ।

০৪। পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ ও বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ ঃ

(ক) পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতাভিত্তিক) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বে নিরূপিত না থাকিলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন পর্যায়ে অনুচ্ছেদ-০২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে ।

(খ) এই আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময় আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে-

(i) আমদানি-প্রাপ্যতা হিসাব করণ (Calculation) ঃ

উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ১০% পরিমাণ কাঁচামাল পূর্ববর্তী বৎসরের আমদনি-প্রাপ্যতার সাথে যোগ করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রতি মেয়াদে নতুন আমদনি-প্রাপ্যতা হিসাব করিতে হইবে । উক্তরূপে হিসাবকৃত বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগের কম হইলে সে ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগ পরিমাণে ন্যূনতম আমদনি-প্রাপ্যতা হিসাব করিতে হইবে । তবে, হিসাবকৃত আমদনি-প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগের বেশী হইলে সেক্ষেত্রে হিসাবকৃত আমদনি-প্রাপ্যতাকেই বিবেচনায় নিতে হবে । অর্থাৎ হিসাবকৃত বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা হইবে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ন্যূনতম শতকরা ৭০ ভাগ অথবা তাহার বেশী ।

(ii) আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ (Fixntion) ঃ

উপ-অনুচ্ছেদ ০৪ (খ) (i) অনুযায়ী হিসাবকৃত (Calculated) আমদনি-প্রাপ্যতা হইতে অব্যহতি পূর্ববর্তী মেয়াদের কাঁচামাল মজুদের সমাপনী জের বাদ দেওয়ার পর নতুন আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ (Fixation) করিতে হইবে ।

(গ) পুরাতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতা উপ-অনুচ্ছেদ ০৪ (খ) (i) অনুযায়ী নির্ধারিত (Fixation) হওয়ার পর তাহা [উপ-অনুচ্ছেদ ০৪ (ক) অনুযায়ী নিরূপিত] মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগের নিম্নে থাকিলে এবং উক্ত নির্ধারিত পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি ও (আমদানিকৃত কাঁচামালসহ অব্যবহিত পূর্বের মেয়াদের কাঁচামালের মজুদের জোর) ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত পণ্য যথাযথরূপে রপ্তানি হওয়ার পর উক্ত বার্ষিক মেয়াদের ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস সময় অবশিষ্ট থাকিলে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট আমদানি-প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত পরিমাণে উক্ত একই মেয়াদে পুনঃনির্ধারন (Re-fixation) করা যাইবে ।

০৫। পুরাতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে মেশিনারীজ Installation & Commissioning ঃ

(ক) পুরাতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে অতিরিক্ত মেশিন Installation & Commissioning হইলে অতিরিক্ত স্থাপিত ঐ সকল মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুচ্ছেদ-০২ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাব করিয়া পূর্বে স্থাপিত মেশিনারীজের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার সাথে যোগ করিয়া প্রতিষ্ঠানের Revised বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে ।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (পূর্বে স্থাপিত ও ব্যবহৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে নিরূপিত) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা শতভাগ হারে অনুচ্ছেদ-০৩ অথবা অনুচ্ছেদ-০৪ অনুযায়ী বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা নিরূপণযোগ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে অতিরিক্ত মেশিন সংযোজনের পর [উপ-অনুচ্ছেদ ০৫ (ক) অনুযায়ী নিরূপিত Revised বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ততভাগ হারে বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণযোগ্য হইবে। উল্লেখ্য কোন প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ও ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা নতুনভাবে জরিপ করিতে হইবে এবং বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতাও আনুপাতিক হারে হ্রাস করিয়া পুনঃনির্ধারণ করিতে হইবে ।

০৬। সাধারণ শর্তাবলী ঃ

(ক) অনুচ্ছেদ-০৩ অথবা অনুচ্ছেদ-০৪ অথবা অনুচ্ছেদ ০৫ অনুযায়ী কোন মেয়াদে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের সমাপনী জেরসহ একত্রে তাহা যেন কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগের অতিরিক্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে ।

(খ) স্থাপিত ও ব্যবহৃত মেশীনারীজের সংখ্যা হ্রাস না পাইলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের (জরিপের ভিত্তিতে) অব্যবহৃত পূর্বের মেয়াদে হিসাবকৃত (Calculated) আমদনি-প্রাপ্যতা হ্রাস পাইবে না ।

(গ) কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জালিয়াতি বা পণ্য অবৈধভাবে উৎপাদনের দায়ে অনিয়মের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন গুরুতর অনিয়ম মামলা থাকিলে আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাইবে না । এছাড়া, কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাবীনামা থাকিলে এবং উক্ত দাবীনামার অর্থ পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষের আইনানুগ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা শুল্ক আইন এর ধারা ২০২ কার্যকর থাকিলে সেইক্ষেত্রেও আমদনি-প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাইবে না ।

০৭। নির্ধারিত বার্ষিক আমদনি-প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি ঃ

অনুচ্ছেদ-০৩ অথবা অনুচ্ছেদ-০৪ অথবা অনুচ্ছেদ ০৫ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদে উক্তরূপে আমদনি-প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা হইলে তাহা প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থমূল্যের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি'র বিপরীতে বন্ডে খালাস দেওয়া যাইবে এই শর্তে যে, কোন ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট আমদানির পরিমাণ ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের জেরসহ একত্রে তাহা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগের অতিরিক্ত হইবে না । ব্যাংক গ্যারান্টি'র বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত সমূদয় পণ্য রপ্তানি শেষে ব্যাংকের যথাযথ পি.আর.সি/প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করা হইলে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।

০৮। পন্য ভিত্তিক আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ ঃ

পন্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন হয় উক্ত কাঁচামাল সমূহের consumption-ratio এরভিত্তিতে যেন আইটেম সমূহের পৃথক পৃথক আমদনি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হয় সেইদিকে নজর রাখিতে হইবে । অর্থাৎ, কাঁচামালের পৃথক পৃথক আমদনি-প্রাপ্যতা পন্য উৎপাদনে ঐ সকল কাঁচামাল (পারস্পরিক) যে অনুপাতে ব্যবহৃত হয় তাহার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহাতে নির্ধারিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এইরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক কোন সহগ নির্ধারিত থাকিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে । অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা গ্রহণ করিয়া উক্ত তথ্য অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত তথ্যের নিরীখে যাচাই করিতে হইবে । এই সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকিলে সেইরূপ মতামত গ্রহণ করিয়াও যাচাই করা যাইতে পারে । একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই consumption-ratio অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় । পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য একাধিক কাঁচামাল একটি অপরটির বিকল্প বা পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্ভবনা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল বিকল্প/পরিপূরক কাঁচামালের আমদানি-প্রাপ্যতা একত্রে যোগ করিয়া মোট পরিমাণ হিসাবে আমদানি-প্রাপ্যতায় উল্লেখ করা যাইবে ।

০৯। বন্ড এককালীন মজুদ ঃ

কোন সময়েই বন্ডে এককালীন মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ, নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার এক-তৃতীয়াংশ অথবা অনুমোদতি বন্ডেড গুদামের ধারণ-ক্ষমতা, এই দুই এর মধ্যে যাহা ন্যূনতম তাহার বেশী হইবে না ।

১০। <u>পণ্যের বর্ণনা ও এইচ.এস.কোড. বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখকরণ</u> ঃ

বন্ড লাইসেন্সের আওতায় যে সকল পণ্য খালাসযোগ্য হইবে সেইগুলির পৃথক পৃথক নাম, এইচ.এস.কোড, আমদানি-প্রাপ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণনা সুস্পষ্ট ভাবে লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে হইবে । ইতোপূর্বে যে সকল বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেখানে এই সকল তথ্য বিস্ত্মরিতভাবে উল্লেখ না থাকিলে নবায়নের সময় উল্লেখ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।

১১। <u>রহিতকরণ ও সংশোধন</u> ঃ

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-২(১)শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৩৩০, তারিখ ঃ ২০/০৫/২০০৩ খৃঃ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-২(১)শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৪৮২, তারিখ ঃ ০১/১১/২০০০ খৃঃ-এ উল্লিখিত আমদানি-প্রাপ্যতা (Entitlement) সংক্রান্ত বিধান-এই আদেশের মাধ্যমে সংশোধিত মর্মে গণ্য হইবে । পূর্বে জারিকৃত কোন আদেশে উল্লিখিত কোন বিধান এই আদেশে উল্লিখিত বিধানের পরিপন্থি হইলে পূর্বে জারিকৃত আদেশে উল্লিখিত বিধান অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

(মোঃ মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড)

সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য ঃ

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা ।

(এই অংশ গেজেটে প্রকাশের জন্য নহে)